সংবাদ

সংবাদ

তারিখ 28/5/09
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

প্রয়োজন : আরও তদন্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দাঁড় করিয়ে দেয়া, সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনীর ক্ষতি করা, সেনা কর্মকর্তাদের নৃশংস এবং নির্যাতন ও হত্যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সেনা কর্মকর্তাদের বিডিআরে প্রেষণে কাজ করতে নিরুৎসাহিত করা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করা, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করা এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ক্ষতিগ্রস্ত করতেই এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। প্রতিবেদনে এ বিদ্রোহ সংঘটনে প্রধান গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পেশাগত অদক্ষতা ও সাংগঠনিক ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়েছে। রাইফেলস সিকিউরিটি ইউনিটের (আরএসইউ) বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগসাজশ, দাবি-দাওয়া সম্পর্কে বিডিআর ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের ঘাটতি এবং সামগ্রিকভাবে মিডিয়ার ওপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ না থাকাও এ বিদ্রোহ ঘটার সহায়ক কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিডিআর বিদ্রোহীরা পালানোর সময় বিএনপির সাবেক সাংসদ নাসিরউদ্দিন আহমদ পিন্টু বেশ কিছু বিদ্রোহীকে কেরানীগঞ্জে ফেরি পারাপারে ইঞ্জিনচালিত নৌকা দিয়ে সহায়তা করেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া বিএনপির সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার সুরাইয়া বেগম ও তার ২ ছেলে, স্থানীয় সন্ত্রাসী মাসুদ, সন্ত্রাসী লেদার লিটনসহ অতি উৎসাহী বেসামরিক ব্যক্তি বিদ্রোহীদের কাপড়, খাবার ও পানি সরবরাহ করেছে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টার মধ্যেই অধিকাংশ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়। নিহত ৫৭ সেনা কর্মকর্তার মধ্যে ৫২ জনকেই দরবার হল ও তার আশপাশের এলাকায় এবং বাকি ৫ জনকে অন্যান্য স্থানে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহ দমনে সরকার উদ্ভূত সঙ্কট নিরসনে উদ্যোগ নিলেও তারা বিডিআর সদর দপ্তরের ভেতরের পরিস্থিতি, বিদ্রোহীদের সংখ্যা, ভারি অস্ত্রশস্ত্র, জিম্মিদের সঠিক অবস্থান- সর্বোপরি পিলখানার লে-আউট সম্পর্কে জানত না বলে উল্লেখ করা হয়।

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একদল বিডিআর সদস্য তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে নিজেদের সংগঠিত করে; রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে দাবি-দাওয়া পূরণে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে তারা অস্থির হয়ে বিভিন্ন স্থানে গোপন বৈঠক এবং ভিডিওসহ বিডিআরে কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের জিম্মি ও হত্যা করার পরিকল্পনা করে। তবে এ বিষয়ে সাধারণ সৈনিকদের কোন ধারণা ছিল না। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদ্রোহের আগের দিন অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি রাতে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত বৈঠকে বিদ্রোহীরা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে। পরে ২৫ ফেব্রুয়ারি দরবার হলে ডিজির ভাষণ চলাকালে দু'জন সৈনিক ডিজির দিকে অস্ত্র তাক করে, এ সময় বাইরে থেকে ফাঁকা গুলি হয়। এরপর দরবার হলের বাইরে থেকে সারাদেশের সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সৈনিকদের চূড়ান্তভাবে উস্কে দেয়া হয় এ বলে, দরবার হলে গুলি করে একজন বিডিআর সদস্যকে কর্মকর্তাকে সদস্যকে মেরে ফেলা হয়েছে। এরপরই শুরু হয় গোলাগুলি।

সরকারি তদন্ত কমিটির এ প্রতিবেদনের স্বল্পমেয়াদি সুপারিশে বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় সব অপরাধীদের সেনা আইনে অবিলম্বে বিচারের এবং বিভিন্ন জাতীয় সঙ্কট মোকাবেলার জন্য অবিলম্বে সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি স্থায়ী 'জাতীয় সঙ্কট মোকাবেলা কমিটি গঠন' করার সুপারিশ করা হয়। এছাড়া জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে অনতিবিলম্বে বিডিআরের কমান্ড ও কন্ট্রোল পুনরুদ্ধার করা, বিডিআর বিদ্রোহে যেসব সেনা কর্মকর্তা, সেনা সদস্য নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সুবেদার মেজর নূরুল ইসলামসহ বিদ্রোহ প্রতিরোধ করতে গিয়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের পরিবারকে যথোপযুক্ত সম্মান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, হতাহত নাগরিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, অশনাক্ত মৃতদেহ শনাক্ত করা, পলাতক বিদ্রোহীদের গ্রেফতার ও বিচারের আওতাধীন আনার সুপারিশ করা হয়।

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশে বিডিআর পুনর্গঠন করা, পেশাগত দক্ষতা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সামরিক, আধা-সামরিক ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে অপারেশন ডাল-ভাতের মতো কাজে সম্পৃক্ত না করা, সব গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য পুনর্বণ্টন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি স্থায়ী কেন্দ্রীয় 'গোয়েন্দা কার্যক্রম সমন্বয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে সব গোয়েন্দা তথ্য পর্যালোচনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে সুপারিশ বা তদবিরের মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে বিডিআরে অনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ মোট ১৫টি সুপারিশ করা হয়।